২.২.১ কৃষিবিপ্লবের[২] পটভূমি ও রূপ (ইংল্যান্ড)

শিল্পবিপ্লবে কৃষিবিপ্লবের ভূমিকা কি, কেমন করে তা শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছে তা বুঝতে গেলে আগে আমাদের জানতে হবে কৃষিবিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলিকে, বিশ্লেষণ করতে হবে তার চরিত্রটিকে। এই আলোচনাটিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি—(ক) পশ্চিম ইউরোপের কৃষিজীবনের বিবর্তনে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে গভীর কোন পরিবর্তন সত্যিই এসেছিল কিনা, এবং এলে ঠিক কখন থেকে তার শুরু এবং (খ) এই কৃষিবিপ্লবের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি কি ছিল।

ক. কৃষিবিপ্লবের যাথার্থ্যতা এবং তার সঠিক সময়কাল ঃ ১৬০০ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে, পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষত ইংলন্ডের কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছিল। এবং তার ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল—এ কথা আজ মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। ১৮০০ সাল থেকে কৃষিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে বছরে ১% হারে। কখনও কম কখনও বেশি, কোথাও কম কোথাও বেশি হলেও, কখনও কোথাও বছরে ০.৫%-এর কম বাড়ে নি, বা ২%-এর বেশিও বাড়ে নি। ১৬০০ সালের আগে পর্যন্ত

Scanned with CamScanner

কৃষিতে দীর্ঘকালীন উৎপাদনশীলতার উন্নতি তেমন কিছু হয় নি। হলেও তা ছিল অত্যন্ত শ্লথগতি, অনিয়মিত এবং বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু ইউরোপের কৃষির এই অনগ্রসরতার অবসান প্রকাশ পায় দুর্ভিক্ষের অবসানে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ থেকে পশ্চিম ইউরোপে দুর্ভিক্ষ বন্ধ হয়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ব্রিটেনে প্রতি শতাব্দীতে গড়ে বারোটা দুর্ভিক্ষ ঘটত, সপ্তদশে ঘটে মাত্র চারটি, অষ্টাদশে পাঁচটি এবং ঊনবিংশে মাত্র একটি (১৮১২)। অথচ এই সময়ে জনবিপ্লব ঘটে চলছিল। এই সংখ্যাগুলিই প্রমাণ করে যে, কৃষি উৎপাদনের পরিমাণে বা কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতায় ১৬০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে নিশ্চয় সুনির্দিষ্ট কোন পরিবর্তন ঘটেছিল।

এই প্রসঙ্গে অগ্রগতি শুরুর সময়কাল নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। অনেকে আজকাল নানা গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য আহরণ করে কৃষিবিপ্লব শুরুর সময়কে পিছিয়ে দিতে চান। কৃষি বিবর্তনের চরিত্র অনেকটা নিয়মিত ক্রমগতিসম্পন্ন। তাই হিসেবে দশ-বিশ বছরের এদিক-ওদিক সর্বদাই হতে পারে। এই পার্থক্য পঞ্চাশ বছরেরও হয়, কারণ কোনো নতুন পদ্ধতি শুরু ও ব্যাপক প্রচলনের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের ফারাকও কৃষিতে অসম্ভব নয়। আজ যে নতুন প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে চালু তার শুরু সর্বদাই অনেক বছর আগে, কৃষিতে এটা প্রায়ই দেখা যায়। ইংলন্ডের কৃষিবিপ্লবের সময়কাল নির্ধারণে মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, এর পূর্বে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে মনে হয় না। পল ব্যেরোশের মতে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে কৃষির এই পরিবর্তনের সূচনা অন্তত ১৭৫১ সালের আগে, কারণ এতদিনে কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন দেখা দিতে শুরু করেছে। উৎপাদনের তথ্য বা হিসেব কিছু ছিল না ঠিকই, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটেন থেকে দানাজাতীয় শস্যাদির রপ্তানি হঠাৎ বেড়ে যায়। এমন কি, ইউরোপের শস্যভাণ্ডার নামেও ইংলন্ডকে অভিহিত করা চলে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ড থেকে শস্য রপ্তানি হত খুবই কম, কিন্তু ১৭০০ সাল থেকে গম ও ময়দার রপ্তানি হঠাৎ বাড়ে, ১৭৫০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লক্ষ টনে, বা মাথাপিছু ৩০ কেজিতে। অর্থাৎ মাথাপিছু দৈনিক ২,৫০০ ক্যালোরি খাদ্যের হিসেবে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের ১৫% রপ্তানি হতে শুরু করে।

এই রপ্তানিযোগ্যতাই প্রমাণ করে যে, কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছিল। উপরন্তু, ১৭০০ থেকে ১৭৫০-এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল বর্তমানের হিসেব অনুযায়ী ৫% থেকে ৭%। মাথাপিছু ভোগের পরিমাণও বেড়েছিল, গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পেয়েছিল। তবু রপ্তানি কমে নি, বেড়েই চলছিল, তাই উৎপাদন-বৃদ্ধি ঘটেছিল, এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এ কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে ব্রিটেনে কৃষিবিপ্লব শুরু হয়েছে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বা খুব বেশি

Scanned with CamScanner

হলে তার আরো ২৫ বছর আগে।[৩]

Scanned with CamScanner